প্রথম বর্ষ
দ্বিতীয় সংখ্যা
অক্টোবর ১৯৯৫

মননশীল সাহিত্য ও সংস্কৃতি
বিষয়ক পত্রিকা

প্রবন্ধ

একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ

—মহম্মদ আমিন

বেঁচে থাকার জন্য মানুষের দরকার তিনটি অত্যান্ত জরুরী জিনিষ যেমন খাদ্য, বস্ত্র এবং বাসস্থান। গুরুত্বের দিক হতে চাহিদার তালিকায় বস্ত্রকেই দ্বিতীয় স্থানে রাখা হয়েছে। এই বস্ত্র কিন্তু মানুষের শরীরের বা দেহের নগ্নতাকে আবরনের মত ঢেকে দেয়। সভ্য হতে সাহায্য করে। বস্ত্রে ব্যবহার বা প্রচলন না থাকলে মানুষ আর পশুর মধ্যে কোন পার্থক্য থাকতো না। এই বস্ত্রের ইতিহাস দীর্ঘ এবং বিশাল।

আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগে মানুষ সর্বপ্রথম গাছের পাতা-বাকল দিয়ে লজ্জা নিবারণ করতো বলে শোনা যায়। এর পরে আসে পশু চর্মের ব্যবহার। সেও কিন্তু আজ থেকে প্রায় ২০-৩০ হাজার বছর আগেকার কথা। কাপড়ের প্রচলন শুরু হয় প্রায় ১৩-৭ হাজার বছর আগে। এভাবে নানা পরিবর্তন ও ঘাত সংঘাতের মধ্য দিয়ে আমরা বর্ত্তমান পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি। আগামীদিনে হয়তো এর আরো অনেক পরিবর্ত্তন হতে পারে।

কাপড় হতে পোষাক পেতে গেলে প্রথমেই তুলোর কথা আসে। বুনন প্রক্রিয়ায় তুলো হতে সুতো তৈরী হয়। পরে নানা রং এ রাঙীয়ে সুতো হতে কাপড় এবং নানা যন্ত্রপাতির সাহায্যে কাপড় হতে আসে পোষাক। সুতরাং তুলো থেকে পোষাক পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে চলে বিরাট বিশাল কর্মযজ্ঞ। আর এই কর্মযজ্ঞে লক্ষ লক্ষ মানুষের রুটি রুজির সংস্থান হয়।

বস্ত্র যেহেতু চাহিদার তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে আছে, সেই জন্য প্রায় সবদেশে এই বস্ত্রের ওপর অধিকতর গুরুত্ব দিতে দেখা যায় এবং সেই হিসাবে ওই সমস্ত দেশে বস্ত্র পোষাক শিল্পে যথেষ্ট উন্নতিও হয়েছে। এ বিষয়ে আমরাই পেছিয়ে আছি। অন্য বিষয়গুলির অবস্থা তো একই। শুধু জামাকাপড় তৈরীর বিষয় নিয়ে যদি আলোচনা হয়, তা'হলে পরিস্থিতিটা যে কত গভীরে বা কত শোচনীয় তা সহজে অনুমান করা যায়। জামা তৈরীর ক্ষেত্রে আমাদের দেশীয় পদ্ধতি অন্য দেশের তুলনায় আকাশ পাতাল ফাঁরাক—সেই সেকেলে পুরানো মানধাতা আমলের। সব দেশে পরিবর্তন হলেও আমরা একই জায়গায় থেকে গিয়েছি। আধুনিক প্রযুক্তি ও কলাকৌশলের সাহায্যে সব দেশে জামা-কাপড় তৈরী হচ্ছে, আধুনিকতার অভাবে আমাদের দেশে এই শিল্পে নির্ভরশীল লক্ষ লক্ষ মানুষ মার খাচ্ছেন এবং এই শিল্পটা ক্রমশঃ হাতছাড়া হচ্ছে।

দেশের বর্ত্তমান ৯০/৯৩ কোটি মানুষের জন্য প্রতি বছর প্রত্যেকের যদি দুটি করে জামার দরকার হয় তা হলে কী বিপুল পরিমাণ কাপড় বা পোষাকের দরকার তা কল্পনা করা যায় না। চাহিদার দিক হতে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়ার বদলে বরং অবহেলা আর উপেক্ষা করে কায়েমী-স্বার্থচক্রের মুনাফার পথকে সুগম করার ব্যবস্থা পাকা-পোক্ত ভাবে করে দেওয়া হচ্ছে।

এই শিল্পে যারা বংশ পরাম্পরায় যুক্ত আছেন তাদের রক্তে শিরা উপশিরায় সুই সুতো গেঁথে একাকার হয়ে আছে, এরাই কিন্তু বর্ত্তমান পরিস্থিতির শিকার হয়ে কর্মহীন হয়ে পড়ছেন। এই শিল্পে যুক্ত মানুষগুলির অবস্থা কেমন? বা পুরানো পদ্ধতিতে এরা আর কতদিন টিকে থাকবে—সে সব প্রশ্ন বিশ্লেষণ হওয়া একান্তই জরুরী। যদি এই সমস্ত লক্ষ লক্ষ অগণিত মানুষের রুটি রুজি সহ আধুনিকতায় পেছিয়ে পড়া শিল্পটাকে বাঁচাতে বা

রক্ষা করতে হয়, তা'হলে নিম্নলিখিত কারণগুলি গুরুত্ব সহকারে অনুধাবন করা এবং যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা ভাবতে হবে।

প্রচলিত পদ্ধতিতে আধুনিকতার অভাব ঃ

আমাদের জামা কাপড় তৈরীর পদ্ধতি খুব পুরানো দিনের সেকেলে। মানুষের রুচি অথবা বস্ত্র ব্যবহারের অভ্যাস দিন দিন পরিবর্ত্তিত হয়, এই পরিবর্ত্তিত অবস্থার সাথে পুরানো পদ্ধতি আর কতদিন পা মেলাতে পারবে! আধুনিকতার ছোয়ায় তৈরী কাপড় সকলের দৃষ্টি আর্কষণ করে বেশী। তাই আধুনিকতার দিকে এগুতে হবে, উৎপাদন পদ্ধতিকে সম্পূর্ণ ঢেলে সাজাতে হবে।

আর্থিক সীমাবদ্ধতা বড় বাধা ঃ

স্বনির্ভরশীল কর্ম সংস্থানের মত অল্প পুঁজি দিয়ে লক্ষ লক্ষ দর্জিশিল্পী বংশানুক্রমে এই শিল্পে যুক্ত আছেন। আর্থিক অসংঠিত বা সীমাবদ্ধতার কারণে একে সময় উপযোগী করতে পারছে না। বা বাড়তি মূলধন ও বিনিযোগ সম্ভব হচ্ছে না। একে বিকশিত করার জন্য চাই আরো মূলধন আরো পুঁজি। কিন্তু কে টাকা দেবে? যদি শুধু এদের জন্য মূলধন সরবরাহকারী কাইনানসিং ইউনিট বা যেমন গ্রামের জন্য গ্রামীন কৃষি সমবায় ব্যাঙ্ক থাকে, তেমনি কোন ব্যাঙ্কের ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে হয়তো কিছু কাজ হতে পারে। এই সমস্ত ব্যাঙ্কের মুল কাজ হবে অল্পসুদে মূলধন সরবরাহ করা আধুনিক মেসিন যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করা এবং কাঁচা মাল অথাৎ মিলহতে কাপড় ও অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রী সরাসরি সরবরাহের বন্দোবস্ত করা।

প্রশিক্ষণের অভাব ঃ

এই শিল্পে যথেষ্ট কারিগরী ও দক্ষতার প্রযোজন। এই দক্ষতা অর্জন করতে কমপক্ষে ৩/৪ বছর প্রশিক্ষণ নিতে হয়। কিন্তু

কোথায় প্রশিক্ষণ পাওয়া যাবে ? প্রশিক্ষণ দেবার বা নেবার তেমন কোন কেন্দ্র তো নেই। ফলে দক্ষ কারিগরের অভাব দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে। অল্প দক্ষতায় তৈরী মালের গুনমতমান খুব তেমন একটা উঁচু দরের হয় না। নিম্নমানের পোষাক দিয়ে বাজারকে বেশীদিন ধরে রাখা যায় না। প্রতিযোগিতার বাজারে জিনিষের STANDARD বা মান উন্নত করতে না পারলে যেটুকু বাজার আছে তাও বেদখল বা হাতছাড়া হবার সম্ভাবনা বেশী। এবিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ না নিলে অবস্থা মারাত্মক হতে বাধ্য। তাই প্রশিক্ষণ দেবার মত ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

নিজস্ব টেকনোলজির অভাব ঃ

স্বাধীনতার প্রাক্কালে আমাদের দর্জি শ্রমিকদিগের কর্মদক্ষতা ও কারিগরীর সুনাম বিদেশেও ছিল। এখন আর তা নেই—মূলতঃ ফেশনটেকনোলজি সমৃদ্ধ নিত্য নতুন DESIGN STYLE বা FASHION এবং সুদক্ষকারিগরীর অভাবে। যেটুকু চলে তার পুরোটা প্রায় অনুকরণের মাধ্যমে। পর নির্ভরশীল হয়ে অনুকরণের দ্বারা কোন শিল্পের নিজস্ব ভিত গড়ে ওঠে না বা সাবলীল হওয়া যায় না। আর এইভাবে প্রতিযোগিতায় টেকা যাবে না নিজস্ব ফ্যাশন টেকনোলজি গড়ে তুলতে হবে।

এই শিল্পের বাজার সম্বন্ধীয় সম্যক ধ্যান ধারণার অভাব ঃ

রুচি বা অভ্যাসের ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তণ ঘটে চলেছে। কোথায় কী অবস্থা বা কী হচ্ছে তার সম্বন্ধে তথ্য ও তত্ত্ব সংগ্রহের ব্যবস্থা হাতের কাছে নেই। ওই সমস্ত তথ্য তত্ত্ব দেশে রাষ্ট্রদূত বা অন্য কোন মাধ্যমে সংগ্রহের ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়। এ ছাড়া সরজমিনে ওই সমস্ত বাজারের বিষয়গুলি পর্যবেক্ষণ করার জন্য সরকারী সাহার্য্যে এই শিল্পে-যুক্ত কারিগরকে বিদেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করা এবং যদি তেমন কোন প্রশিক্ষণ নেওয়ার প্রয়োজন হয় তার প্রচেষ্টা চালানো উচিৎ।

আধুনিক উন্নতমানের প্রযুক্তি ব্যবহারের অভাব ঃ

বিজ্ঞান ও আধুনিক প্রযুক্তির কল্যাণে বহু বিচিত্র ধরনের সেলাই মেসিন, কাটিং মেশিন, বোতাম সেলাই মেশিন বোতাম ঘর সেলাই মেশিন কম্পাউটারাইজ এমব্রয়ডারী মেশিন, লেবেলিং মেশিন ইত্যাদি উদ্ভাবিত হয়েছে। উৎপাদন পদ্ধতিতে এগুলির ব্যবহার যুগান্তকারী পরিবর্ত্তন এনে দিয়েছে। উৎপাদন ব্যয়ের দিক হতে এগুলির ব্যবহার পড়তা খরচাও কমিয়ে দিয়েছে। বড় বড় পুজির মালিকের লগ্নী ক্ষমতা বেশী বলে এগুলি মূল্য অত্যাধিক হলেও ওরা সহজে ওই মেসিন কোনও কারবারে ব্যবহার করে অধিক মুনাফা করার সুযোগ পায়। তুলনামূলকভাবে আমাদের ছোট ছোট পুজির আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে ওই সমস্ত আধুনিক যন্ত্রপাতি কিনে ব্যবহার করার সুযোগ নেই। উক্ত মেসিনপত্রের রূপ চেহারা কী তাও অজানা। এগুলির উৎপাদক কারা বা কোথায় পাওয়া যায় সে বিষয়েও আমরা অজ্ঞ। এই সমস্ত অসুবিধা দূর করে যাতে ওই সমস্ত আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারিক উপকার পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে।

মনঃসংযোগকারী বিজ্ঞাপন বা প্রচার মাধ্যমের অভাব ঃ

আমাদের তৈরী মালের প্রচার খুব একটা হয় না। ক্রেতা সাধারণের কাছে তৈরী মালের গুনাগুণ বা তথ্যাদি যদি না পৌঁছানো যায় তাহলে বাজারের প্রসার বৃদ্ধি ঘটে না। এজন্য মালের প্রচার অতি জরুরী। উপযুক্ত শো-রুম খোলা ডিসপ্লে, খেলা, প্রদর্শণী বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা প্রচারের মাধ্যম হিসাবে ক্রেতা সাধারণের মাঝে বিশেষ প্রভাব ফেলে। এক্ষেত্রে অল্প খরচে গণমাধ্যমগুলি মারফত বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রচারের ব্যবস্থা করলে ফলপ্রসু হওয়া যায়।

সীবন-শিল্পে সম্বলিত তথ্য ও তত্ত্ব মূলক পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশনের অভাব ঃ

আমাদের তৈরী মাল সম্বন্ধীয় তথ্য ও তত্ত্বমূলক কোন প্রকার প্রকাশনা নেই। গোটা শিল্পের জন্য আমাদের নিজস্ব কোন পুস্তাকাদি নেই, পত্রিকা, ম্যাগাজীন, প্রিয়োডিক্যাল বা তত্ত্ব বহুল এনসাইক্লোপিড়িয়া নেই। আমরা জানি এনসাইক্লোপিড়িয়া অফ ব্রিটানিকা বা এনসাইক্লোপিড়িয়া অফ আমেরিকা শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এবং শুধু ফ্যাশন সংক্রান্ত বই বিক্রি করে তারা প্রচুর টাকা কামাই করে। এই বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে এবং এই ব্যবস্থা যাতে চালু করা যায় তা ভাবতে হবে। এই সমস্ত বিষয়গুলি লাইব্রেরী স্থাপন করে সংগ্রহ করতে হবে, নিয়মিত পড়াশুনা বা অধ্যায়ণ ছাড়াও আলোচনা সভা সেমিনার ইত্যাদি সংগঠিত করা একান্ত প্রয়োজন।

আর্কষণীয় প্যাকিং-এর অভাব ঃ

তৈরী মাল সুন্দরভাবে প্যাকিং করলে ক্রেতা সাধারণের দৃষ্টি সহজে আকর্ষণ করে। এই প্যাকিং-এর বিষয়টি বিক্রির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্যাকিং বেশী আকর্ষণীয় হলে প্রচার বা পাবলিসিটির কাজটা বেশ খানিকটা এগিয়ে দেয়। আমাদের প্যাকিং সিসটেম সাদামাঠা। এখন চাই বিজ্ঞান সম্মত প্যাকিং ব্যবস্থা।

মাল সরবরাহের অপ্রতুল ব্যবস্থা ঃ

এক জায়গা হতে অন্যত্র মাল সরবরাহের জন্য চাই দ্রুত ট্রান্সপোট বা পরিবহণ ব্যবস্থা। যে পরিসরে ট্রান্সপোট এজেন্সী সড়ক রেলপথ, জলপথ ইত্যাদি যা আছে তার সাথে ব্যবসার মূল কেন্দ্রগুলি সুষ্ঠুভাবে গড়ে ওঠেনি। ফলে হয়রানি ও অনর্থক ব্যয় বৃদ্ধি হয়। পরিকল্পনা মাফিক ব্যবসার কেন্দ্রের সাথে পরিবহণ ব্যবস্থা

গড়ে তুলতে হবে। প্রয়োজনে সরকারী উদ্যোগে নতুন সড়ক রেলপথ নির্মাণ করতে হবে।

সস্তা মজুরীর কারণে বিদেশী পুঁজি লগ্নীর প্রবণতা ঃ

বিশ্বের বাজারে উন্নত দেশগুলি ছাড়া তৃতীয় বিশ্বের দেশের মধ্যে সব থেকে কম মজুরীতে শ্রমিক পাওয়া যায় আমাদের দেশে। কম মজুরীর বিনিময়ে শ্রমিক খাটিয়ে যে দ্রব্যসামগ্রী তৈরী বা উৎপাদন হয় তাতে মালের উৎপাদন খরচা কম থাকে বলে ওই সমস্ত মাল এখানে তৈরী করে বিদেশে চালান দিয়ে প্রচুর মুনাফা করা যায়। এই সুযোগ বড় বড় পুজি বিশেষ করে বিদেশের বহুজাতিক কোম্পানীগুলি গ্রহণ করার জন্য নানা কায়দায় এই শিল্পে ঢুকে পড়েছে ও পড়ছে। এরা এখন ভারত হতে বছরে ২৫-৩০ হাজার কোটি টাকার মাল রপ্তানি করে বিশাল অঙ্কের টাকা মুনাফা করছে। এই সুযোগ ছোট ছোট পুজির মালিক যদি গ্রহণ করতে পারতো তাহলে অবস্থার কিছুটা পরিবর্ত্তণ হতো কিন্তু তা মোটে সম্ভব হচ্ছে না। বরং আভ্যন্তরীণ বাজার যেটুকু ছিল তা প্রায় হাতছাড়া। এই সর্বগ্রাসী ব্যবস্থা এখন বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লী, হরিয়ানায় গড়ে উঠেছে এবং অন্যান্য রাজ্যে এই প্রক্রিয়া সুরু হয়েছে। আশঙ্কা আভ্যন্তরীণ বাজারটা এভাবে হয়তো ওদের কুক্ষীগত হয়ে যাবে।

রপ্তানি বিষয়ক ধ্যান ধারণার অভাব ঃ

ছোট পুঁজির মধ্যে যারা এই দর্জি শিল্পে যুক্ত আছেন তাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক ব্যবসায়ী আছেন যারা রপ্তানির 'র' পর্যন্ত জানেন না। এদের মধ্যে অনেকে লেখাপড়া জানেন না, কেউ আবার অল্পশিক্ষিত লেখাপড়া জানার সংখ্যা হাতে গুনা। যেটুকু ব্যবস্থা চালু আছে রপ্তানি বিষয়ে অজ্ঞতার কারনে তা সুযোগ গ্রহণ করা যাচ্ছে না। রপ্তানির বিষয়ে এমন একটি অসাধু চক্র গড়ে উঠেছে যা

সরকারী স্তরে যথেষ্ট প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছে। এদের ছাড়া কিছুই সম্ভব নয়। এদের কাছে ছোট ছোট উদ্যোগীরা কোন পাত্তাই পায় না। রপ্তানির বিষয়ে যাতে সমস্ত কিছু জানা যায় অর্থাৎ কীভাবে মাল পাঠাতে হবে। রপ্তানির লাইসেন্স করতে গেলে কী কী জিনিষ চাই। পেমেন্ট কী হবে বা মাল বিক্রির পর মূল্য কীভাবে পাওয়া যাবে। কোন্ ব্যাঙ্ক মারফত লেনদেন হবে, মাল পাঠানো হবে কোন এজেন্সির মাঃফত ইত্যাদি যাতে সহজে জানা যায় তার ব্যবস্থা করা সরকারী প্রচার মাধ্যমে সপ্তাহে বা মাসে নিদিষ্ট দিনে জানাবার ব্যবস্থা করলে ভালো হয়।

আনুপুর্বিক মূল্যায়ণ বা সার্ভে না হওয়া ঃ

সমস্ত বিষয়ে সব দেশে কম বা বেশী মূল্যায়ণ বা সার্ভের ব্যবস্থা চালু আছে। আমাদের এখানে এই শিল্পক্ষেত্রে তা ব্যাতিক্রম। কোথায় কী অবস্থা আছে তা জানার কোন ব্যবস্থা নেই। এই ধরনের সার্ভে বা মূল্যায়ণ ছাড়া পরবর্ত্তী কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে তাও সহজে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। এই নিরীখে গোটা শিল্পের জন্য নিদিষ্ট সময় অন্তর পর্যালোচনা সঠিক মূল্যায়ণ বা সার্ভে করা বাঞ্ছনীয়।

এই শিল্পসংক্রান্ত বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার অভাব ঃ

এই শিল্পের পরিকাঠামো বা ইনফ্রাফুষ্ট্রাকচার বিশাল। প্রতিটি খুঁটি-নাটি বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হওয়া অত্যন্ত জরুরী। এ সব আমাদের এখানে হয় না বলে আজ এই চরম সঙ্কটময় পরিস্থিতির মুখোমুখী হতে হচ্ছে। পরিত্রাণ পেতে গেলে এই ধরণের ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা লব্ধ তথ্য-তত্ত্বের ভিত্তিতে আশু করণীয় স্থির করা সহজ হয়। অভিজ্ঞতায় দেখা যায় মানুষের রুচি বা অভ্যাস পাল্টায়—এই পরিবর্তনের পেছনের কারণগুলি কী বা এসবের সমকক্ষতা করতে হলে কী কী

করণীয় সে সব নির্ণয় করতে হলে গবেষণার কাজ একান্ত দরকার। তাই গুরুত্ব দিয়ে গবেষণার কাজও করার ব্যবস্থা করতে হবে।

জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের ভূমিকা ও আমাদের দর্জিশিল্প ঃ

সমাজের পেছিয়ে পড়া দুর্বল শ্রেণীর উন্নতির জন্য সমস্ত জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের কিছু ভূমিকা থাকে এবং তাদের নীচু হতে তুলে আনতে কিছু কাজও করে থাকে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এ ধরণের কিছু পদক্ষেপ নেওয়া যেত। দুর্বল শ্রেণীর প্রকৃত উন্নতি করার অর্থ হল এরা যে সকল কাজে নিযুক্ত আছে সেগুলির ওপর নজর দেওয়া। এদের দ্বারা যদি অল্প মূলধনে কোন ছোট উদ্যোগ চলে সেগুলির বিকাশের জন্য সর্বতোভাবে সাহায্য করা। সেদিক হতে আমরা দেখি কুটির শিল্পভুক্ত দর্জি-শিল্পে লক্ষ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হয়—রুটি-রুজির যৎসামান্য ব্যবস্থা হয়। এই ধরনের উদ্যোগগুলির বিকাশের জন্য তেমন কিছুই করা হয়নি। সরকার যাতে এই ধরনের কাজে সহযোগিতা করার মানসিকতা গ্রহণ করে তার জন্য প্রয়োজনে লড়াই আন্দোলন পরিচালনা করতে হবে।

উপরিউক্ত বিষয়গুলি ছাড়া আরো বহু বিষয় আছে যা মূলতঃ প্রতিবন্ধকতা বা বাধাস্বরূপ। এই একাধিক বিষয়গুলি আলোচনা পর্যালোচনা করে কীভাবে একে রক্ষা করা যাবে তাও গুরুত্ব সহকারে ভাবতে হবে।

৪৮টি বছর অতিক্রান্ত হল স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর। দেশের কেন্দ্রীয় সরকার এই শিল্পের জন্য কী করলো? শিল্প সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় সরকারের আওতাধীন—সে ছোট, মাঝারী বা বড় যাই হোকনা কেন। কেন্দ্রীয় সরকার লাইসেন্স দেবার একমাত্র অধিকারী। এ বিষয়ে রাজ্য সরকারগুলির খুব একটা করণীয় থাকে না। সমস্ত দায়বদ্ধতা দেশের কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর বর্তায়।

আমরা প্রতি বছর তো একটি করে বাজেট পাই। এই সমস্ত বাজেটে অর্থ সংগ্রহের জন্য সাধারণ মানুষের ঘাড়ে ট্যাক্সের বোঝা চাপানো হয়। জিনিষপত্রের মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়ে অর্থ সঞ্চয় হয় আবার কোন্ কোন্ বিষয়ে কত টাকা ব্যয় করা হবে তার কতই না ফিরিস্তি আমরা শুনি কিন্তু আমরা কী কোনদিন শুনেছি যে দর্জি-শিল্পের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সামান্যতম অর্থ বরাদ্দ করেছেন বা কোন সময়ে এতটুকু আগ্রহ দেখিয়েছেন? পঞ্চবার্ষিকী মার্কা কত পরিকল্পনা মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল আর গালভরা বড় বড় শব্দে আমাদের কর্ণকুহর কতই না ঝালাপালা হল। এখনও কী এই অবস্থা চলতে থাকবে? এত লোকের অন্নের কথা কেউ ভাববে না। ষাটের দশকে পর্যন্ত শাসকবর্গ এই দর্জি-শিল্পকে কোন স্বীকৃতি দেয়নি। বহু লড়াই আন্দোলন করে দর্জি শ্রমিকরা একে ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের মধ্যে যুক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। এরূপ একটি অসহনীয় অবস্থার মাঝে দেশের কেন্দ্রীয় সরকার আর এক নয়া উৎপাৎ এনে হাজির করেছে। নয়া শিল্পনীতির নামে তারা অবাধ বাণিজ্যনীতি গ্রহণ করেছে। পরিষেবামূলক কাজে ভরতুকী প্রদান বন্ধ করেছে, বিদায়নীতি চালু হয়েছে। গ্যাট চুক্তি করে দেশের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপকে আর আগের মত সংগঠিত হতে দিচ্ছে না। এই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা হরণকারী গ্যাট নামক চুক্তির কল্যাণে বহুজাতিক বিদেশী সংস্থাগুলি তাদের আধুনিক সস্তা ও উন্নতমানের রুচীসম্মত তৈরী বস্ত্রসম্ভার নিয়ে হাজির। মালের উৎকর্ষতা ও গুণমান এতো আকর্ষণীয় যে এরা সহজেই এত বড় বাজার পেয়ে যাচ্ছে আর মার খাচ্ছে ছোট ছোট পুঁজির ব্যবসায়ীগণ

এই ঘোরতর অন্ধকারময় দিনে একটু আশার আলো দেখা যাচ্ছে। এই প্রথম সারা দেশের ক্ষেত্রে, পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের মত একটি রাজ্য সরকারকে অগ্রণী ভূমিকা নিতে দেখা গেল। এতদিন পর্যন্ত কেউই দেখিনি। গ্যাটের দৌলতে অন্যান্য

কুটির শিল্পের মত এই শিল্পও আক্রান্ত। ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষের রুটি-রুজি বিপন্ন এখন ছোট পুঁজির ব্যবসায়ীগণকে বহুজাতিক কোম্পানীর সাথে প্রতিযোগিতা করতে হবে। লক্ষ লক্ষ টাকার মূল্যের আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার এই সমস্ত ছোট ছোট কারবারির পক্ষে মোটেই সম্ভবপর নয়। এত লোকের মুখের অন্ন মুষ্টিমেয় কয়েকজন গ্রাস করবে, আর বারা দায়িত্বে আছে তারা নীরব দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে তা হতে পারেনা বলেই এখানে বামফ্রন্ট সরকার এই গুরুতর পরিস্থিতির মোকাবলা করতে একটি যুগান্তকারী পরিকল্পনা ঘোষণা করেছেন। এই পরিকল্পনা রূপায়িত হলে বিশেষ করে ছোট সাধারণ দর্জি-ব্যবসায়ী উপকৃত হবেন। সরকারী ঘোষণায় পরিকাঠামোগতভাবে দর্জি-শিল্পের সমস্ত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীঅসীম দাশগুপ্ত মহাশয় এই শিল্পের বিবিধ বিষয় উন্নয়নের জন্য ১৪ কোটি টাকা অর্থ বরাদ্দ বা মঞ্জুরী দিয়েছেন। সমস্ত বিষয়গুলি সহজে একই চত্তরের মধ্যে পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে একটি "শিল্প নগরী" (Complex) গড়ার জন্য ২৪ একর অর্থাৎ ৭২ বিঘা জমি ব্যবস্থা করেছেন। ছোট ছোট কারবারীদের নিজস্ব স্বকীয়তা বজায় রেখে এখান হতে সমস্ত রকম সুযোগসুবিধা যাতে পায় সেই ব্যবস্থা এই পরিকল্পনাভুক্ত। প্রস্তাবে দেখা যাচ্ছে যে, যে সমস্ত অসুবিধা এক দুই করে আমরা আলোচনায় এনেছি প্রায় তার সবটাই বিবেচনায় স্থান পেয়েছে। সমস্যাগুলি গভীর এবং কোন ব্যক্তি উদ্যোগ দ্বারায় সমাধান সম্ভবও নয়। ব্যক্তি উদ্যোগই তার নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করছে বলেই তো আজ এ হাল। কাজেই এক্ষেত্রে দেশের সরকারের একটি বড় ভূমিকা থাকে। সরকারী সহায়তা ছাড়া এই বিরাট সমস্যা মোকাবলা সম্ভব নয়। পরিকল্পনায় পরিষ্কারভাবে উল্লেখ আছে যে যাদের অল্প পুঁজি তারাও সারভিস চার্জ দিয়ে আধুনিক মেসিন দ্বারা উৎপাদনের প্রক্রিয়া বা ব্যবহারিক

উপযোগিতার সমস্তরকম সুযোগ-সুবিধা পাবেন, কেউই বাদ যাবে না।

নজীর সৃষ্টিকারী প্রশংসনীয় উদ্যোগ ও শুভ প্রচেষ্টা গ্রহণ করায় আমরা রাজ্য সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও সাধুবাদ জানাই।

প্রস্তাবিত পরিকল্পনার বাস্তব ভিত্তি আছে এবং লাভজনক বলে বড় বড় পুঁজির মালিকগণ সন্তোষ প্রকাশ করে তাদের নিজ দায়িত্বে পরিচালনা করতে চেয়ে যে সব যুক্তি খাড়া করে প্রস্তাব দেয়—সরকার ছোট ছোট উদ্যোগকারীগণের স্বার্থের দিকে নজর দিয়ে ওই প্রস্তাব গ্রহণ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে ফিরিয়ে দিয়েছেন। প্রতিক্রিয়ায় এখন দেখা যাচ্ছে কিছু দালাল এটাকে বানচাল করতে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। দর্জি-ওস্তাগারদের বিভ্রান্ত করতে যথেষ্ট তৎপর।

এই সমস্ত অশুভ শক্তির সম্বন্ধে আমাদের সব সময়ে সজাগ ও সতর্ক থাকতে হবে। মনে রাখা দরকার—এরাই নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করতে সব সময়ে উন্নয়নের বিপক্ষে কাজ করে ও করে আসছে। প্রগতির বিরুদ্ধে এরাই প্রতিবন্ধকতা করে। মানব উন্নয়নে এরাই প্রধান বাধা। এরা ক্ষমার অযোগ্য। ইতিহাসও এদের কোনদিন ক্ষমা করেনি, করবেও না।

কথা-কবিতা মননশীল ত্রৈমাসিক
সাহিত্য পত্রিকা

গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি
লেখা পাঠাবার ঠিকানা—

সম্পাদক
কথা-কবিতা
ওয়াই—১৫৬/১,কাঁঠাল বেড়িয়া রোড
কলিকাতা-১৮